দৈনিক ইত্তেফাক

24
তারিখ 30 AUG 1995
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৬

প্রশাসনিক প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ২০৭-এ হ্রাস করার সুপারিশ

ইত্তেফাক রিপোর্ট ॥ প্রশাসনিক পুনর্বিন্যাস কমিটি গতকাল (বৃহস্পতিবার) গণপ্রশাসনকে আরও দক্ষ, মিতব্যয়ী, আধুনিক, স্বচ্ছ ও জবাবদিহিমূলক হিসাবে গড়ার লক্ষ্যে প্রণীত সুপারিশমালা সরকারের নিকট পেশ করে। ১৯৯৩ সালের ৫ই আগষ্ট এই কমিটি গঠন করা হয়। কমিটির চেয়ারম্যান হইতেছেন এম নূরুন্নবী চৌধুরী।

গতকাল এক প্রেসব্রিফিং-এ জনাব চৌধুরী বলেন, কমিটি প্রশাসনিক প্রতিষ্ঠানসমূহের সংখ্যা ২৫৭ হইতে ২২৪-এ হ্রাস করার সুপারিশ করিয়াছে। তিনি বলেন, ৭টি সং-

(শেষ পৃঃ ৫-এর কঃ দ্রঃ)

সুপারিশ

(শেষ পৃঃ পর)

গঠনকে সরাসরি বিলুপ্ত এবং অপর ৩টি সংগঠনকে পুনর্বিন্যস করিয়া প্রশাসনিক প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ২০৭-এ হ্রাস করার কথাও সুপারিশে বলা হইয়াছে। তবে আরও ১৭টি নূতন সংগঠন সৃষ্টির প্রয়োজনীয়তার কথা সুপারিশে উল্লেখ করা হইয়াছে, অর্থাৎ সুপারিশ অনুযায়ী এই ১৭টি নূতন সংগঠন নিয়া মোট সংগঠন সংখ্যা দাঁড়াইবে ২২৪টিতে।

জনাব চৌধুরী বলেন, পুনর্গঠনের ফলে ৫ লক্ষ ৯৯ হাজার ৪৩০ জন কর্মকর্তা ও কর্মচারীর ৪৬ হাজার ২৭৬ জন উদ্বৃত্ত হইবেন। তবে তাহাদের ৪২ হাজার ৮ শত শূন্যপদে উদ্বৃত্ত জনবলকে নিয়োগ দেওয়া সম্ভব।

কমিটির চেয়ারম্যান বলেন, প্রশাসনিক পুনর্বিন্যাসের ফলে বেতন ভাতার ক্ষেত্রে ১৭৪ কোটি টাকা সাশ্রয় হইবে। আসল সাশ্রয় দাঁড়াইবে ইহার চাইতে দ্বিগুণেরও বেশী। চেয়ারম্যান বলেন, কমিটি একটি জবাবদিহিতামূলক প্রশাসনিক ব্যবস্থা প্রবর্তনের কথা বিবেচনা করিয়া ১৯৯৫ সালের ৩৫টি মন্ত্রণালয়ের স্থলে মোট ২২টি মন্ত্রণালয়ের সুপারিশ করিয়াছে। ইহাতে ১৩টি মন্ত্রণালয় কমিয়া যাইবে। আগে যেখানে বিভাগহীন একক মন্ত্রণালয় এবং বিভাগ বহুল মন্ত্রণালয়সহ মোট বিভাগের সংখ্যা ছিল ৫১, এখন সেখানে ৩৫টি প্রশাসনিফ বিভাগ রাখার সুপারিশ করা হইয়াছে। ইহাতে সরকারের উচ্চ পর্যায়ের ১৬টি প্রশাসনিক ইউনিট হ্রাস পাইবে। বৃহদাকার মন্ত্রণালয়ে জুনিয়র মন্ত্রী (প্রতিমন্ত্রী-উপমন্ত্রী) নিয়োগ করিয়া ক্ষমতাসীন দল রাজনৈতিক চাপের মোকাবিলা করিতে পারে।

পরিকল্পনা কাজটি সরকারের মূল ধারার সহিত ওতপ্রোতভাবে একীভূত করার প্রয়োজন অনুভব করিয়া কমিটি পরিকল্পনা কমিশনের পুনর্বিন্যাস সুপারিশ করিয়াছে। রিপোর্টে বলা হয়, পরিকল্পনা কমিশনের প্রধান কাজ ছিল অর্থনৈতিক ও উন্নয়ন নীতি প্রণয়ন করা, যাহা ইহা এখন প্রায় ভুলিয়াই গিয়াছে। এইসব ত্রুটি-বিচ্যুতি নিরসনকল্পে একজন মুখ্য সচিবের নেতৃত্বে গঠিত একটি ক্ষুদ্রতর আকারের "জাতীয় পরিকল্পনা সংস্থা" সুপারিশ করা হইয়াছে।

সুপ্রীম কোর্ট সচিবালয়

প্রশাসন বিভাগ হইতে বিচার বিভাগকে পৃথকীকরণের ফলে উদ্ভূত যাবতীয় কাজ সম্পাদনের লক্ষ্যে "সুপ্রীম কোর্ট সচিবালয়" নামে একটি সাংগঠনিক কাঠামো সুপারিশ করা হইয়াছে। ইহাতে বিচার বিভাগের সকল স্তরে সুপ্রীম কোর্টের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হইবে।

কমিটি হিসাব সংরক্ষণ হইতে হিসাব নিরীক্ষা পৃথকীকরণের সুপারিশ করিয়াছে। মহা-হিসাব নিয়ন্ত্রকের একমাত্র কাজ হইবে হিসাব নিরীক্ষা। বর্তমানে যে মামুলী ও ধরা-বাঁধা প্রকৃতির হিসাব নিরীক্ষা হয়। তাহার পরিবর্তে ব্যাপক হিসাব নিরীক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় চার্টার্ড একাউন্ট্যান্ট ও অন্যান্য দক্ষ কর্মকর্তা নিয়োগের জন্য সুপারিশ করা হইয়াছে।

শিক্ষা ব্যবস্থা

কমিটি মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের পরিবর্তে ৩টি অধিদপ্তরের জন্য সুপারিশ করিয়াছে। কেবলমাত্র মাধ্যমিক বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনার জন্য মাধ্যমিক বিদ্যালয় অধিদপ্তর, কলেজসমূহের জন্য কলেজ অধিদপ্তর এবং মাদ্রাসার জন্য মাদ্রাসা অধিদপ্তর। মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার জন্য সারা দেশে একটি মাত্র বোর্ড এবং ইহার কয়েকটি আঞ্চলিক অফিস থাকিবে। পোষ্ট গ্রাজুয়েট এবং উচ্চতর চিকিৎসা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং সেইগুলির সহিত সংযুক্ত হাসপাতালগুলির জন্য একটি নূতন চিকিৎসা শিক্ষা অধিদপ্তর সৃষ্টির সুপারিশ করা হইয়াছে। অন্যান্য হাসপাতাল, ক্লিনিক, মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল এবং অন্যান্য স্বাস্থ্য ইউনিটের জন্য একটি স্বাস্থ্য সেবা অধিদপ্তর থাকিবে।

ন্যায়পালের অফিসের জন্য কমিটি একটি অস্থায়ী সাংগঠনিক কাঠামো সুপারিশ করিয়াছে। সংবিধানে বর্ণিত ন্যায়পাল বিধান এবং ন্যায়পাল আইন-এর পটভূমিতে ইহার প্রয়োজন আছে বলিয়া অনুভূত হয়। আইনের বিধান যাহাতে অবিলম্বে কার্যকর করা যায়। সেইজন্য একটি সাংগঠনিক কাঠামো সুপারিশ করা হইয়াছে।

চেয়ারম্যান ছাড়াও কমিটিতে আরও ৫ জন সদস্য আছেন। তাঁহারা হইতেছেন, আবদুস সালাম, ডঃ এ, এন এম ইউসুফ, শওকত আলী, আবদুল মুঈদ চৌধুরী, মোতাহার হোসেন ও মারুফ মোরশেদ। তন্মধ্যে মারুফ মোরশেদ হইতেছেন সদস্য সচিব।